

# নতুন নিয়মের খ্রিস্টীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের একটি বিশদ সমালোচনা

এই দলিলে ইসলাম (কুরআনে উপস্থাপিত) এবং নিউ টেস্টামেন্টের খ্রিস্টধর্মের (বাইবেলে বর্ণিত) মধ্যকার বৈপরীত্য, সেইসাথে খোদ কুরআনের অভ্যন্তরে কথিত অসঙ্গতি বিষয়ক আলোচনা থেকে মূল বিষয়গুলো সংকলন ও সংশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণটি শুধুমাত্র উল্লেখিত ধর্মগ্রন্থগুলোর উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, যা অমীমাংসিত পার্থক্য এবং সম্ভাব্য ত্রুটিগুলোকে তুলে ধরে। যদিও ইসলামী পণ্ডিতগণ এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেন (যেমন, রহিতকরণ বা প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে), এই সমালোচনাটি নিউ টেস্টামেন্টের দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়েছে এবং কুরআনের দাবিগুলোকে যিশুকে কেন্দ্র করে বাইবেলের প্রত্যাদেশ থেকে বিচ্যুতি হিসেবে বিবেচনা করে।

## ১. কুরআন ও নিউ টেস্টামেন্টের মধ্যে মূল বৈপরীত্যসমূহ

এই বিষয়গুলো মৌলিক পার্থক্যগুলো প্রকাশ করে, যেখানে কুরআন সরাসরি নিউ টেস্টামেন্টের মতবাদের বিরোধিতা করে বা সেগুলোর নতুন ব্যাখ্যা দেয় এবং প্রায়শই খ্রিস্টীয় বিশ্বাসকে বিকৃত হিসেবে চিত্রিত করে (যেমন, সূরা ২:৭৯)। খ্রিস্টীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি কুরআনকে এমন একটি পরবর্তীকালের গ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে যা প্রতিষ্ঠিত ওহীকে পরিবর্তন করে।

### যিশুর প্রকৃতি ও দেবত্ব

- নতুন নিয়ম (বাইবেল): “আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, এবং বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন... আর সেই বাক্য দেহ ধারণ করে আমাদের মধ্যে বাস করলেন।” (যোহন ১:১, ১৪) “কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন ভালোবাসলেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।” (যোহন ৩:১৬) “আমি ও আমার পিতা এক।” (যোহন ১০:৩০)
- কুরআন: □□□□□;হে আহলে কিতাব, তোমরা তোমাদের দ্বীনে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলা না। মসীহ, মরিয়ম-পুত্র ঈসা, ছিলেন আল্লাহর একজন রাসূল এবং তাঁরই বাণী, যা তিনি মরিয়মের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁরই পক্ষ থেকে সৃষ্ট একটি আত্মা। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। আর ‘তিন’ বলা না; বিরত থাকো—এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। নিশ্চয়ই আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি পুত্র ধারণ করা থেকে উর্ধ্ব।□□□□□; (সূরা ৪:১৭১) আল্লাহ ঈসাকে জিজ্ঞাসা করেন, □□□□□;তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে, ‘আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার মাকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করো’?□□□□□; ঈসা তা অস্বীকার করেন। (সূরা ৫:১১৬)
- বৈপরীত্য: নিউ টেস্টামেন্ট যিশুর দেবত্ব ও পুত্রত্বকে স্বীকার করে, অপরদিকে কুরআন স্পষ্টভাবে তা অস্বীকার করে এবং এই ধরনের বিশ্বাসকে বাড়াবাড়ি বা বহু-ঈশ্বরবাদী বলে আখ্যা দেয়।

### যিশুর ক্রুশবিদ্ধকরণ ও মৃত্যু

- নতুন নিয়ম (বাইবেল): যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া এবং তাঁর আত্মা সমর্পণ (মৃত্যু)-এর বর্ণনা দেয়। (মথি ২৭:৩৫, ৫০) □□□□□;কারণ আমি তোমাদের কাছে সর্বাগ্রে সেই বিষয়ই পৌঁছে দিয়েছি, যা আমিও গ্রহণ করেছিলাম: যে খ্রীষ্ট শাস্ত্রানুসারে আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, এবং তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল, এবং শাস্ত্রানুসারে তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থিত হয়েছিলেন।□□□□□; (১ করিন্থীয় ১৫:৩-৪)
- কুরআন: □□□□□;আর তাদের এই কথার জন্য যে, ‘নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর রাসূল, মরিয়ম-পুত্র ঈসা-কে হত্যা করেছি।’ অথচ তারা তাঁকে হত্যাও করেনি, শুলেও বিদ্ধ করেনি; বরং তাদের কাছে তাঁর অনুরূপ করে অন্য একজনকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর নিশ্চয়ই যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে, তারা এ ব্যাপারে সন্দেহে রয়েছে। অনুমান অনুসরণ করা ছাড়া এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। আর তারা তাঁকে হত্যা করেনি, এ ব্যাপারে নিশ্চিত।□□□□□; (সূরা ৪:১৫৭)

- বৈপরীত্য: নিউ টেস্টামেন্টে যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রকৃত মৃত্যুকে পরিত্রাণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অপরদিকে কুরআন এই ঘটনাটিকে অস্বীকার করে এবং এর কারণ হিসেবে বিভ্রম বা প্রতিস্থাপনকে দায়ী করে।

## ত্রিভঙ্গের ধারণা

- নতুন নিয়ম (বাইবেল): “অতএব তোমরা যাও এবং সকল জাতির মধ্যে শিষ্য গড়ো; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও।” (মথি ২৮:১৯) “প্রভু যিশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের প্রেম এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক।” (২ করিন্থীয় ১৩:১৪)
- কুরআন: □□□□□; যারা বলে, ‘আল্লাহ তিনের মধ্যে তৃতীয়’, তারা অবশ্যই কাফির। আর আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। এবং তারা যদি তাদের এই কথা থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কাফির, তাদের উপর অবশ্যই এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে।□□□□□; (সূরা ৫:৭৩) স্পষ্টভাবে ‘তিন’ বলতে নিষেধ করা হয়েছে। (সূরা ৪:১৭১)
- বৈপরীত্য: নিউ টেস্টামেন্ট ঈশ্বরের ত্রিভঙ্গবাদকে সমর্থন করে, অপরদিকে কুরআন একে অবিশ্বাস বলে নিন্দা করে এবং বহুঈশ্বরবাদের সমতুল্য বলে গণ্য করে।

## পরিত্রাণ এবং প্রায়শ্চিত্ত

- নতুন নিয়ম (বাইবেল): “কারণ সকলেই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে; কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুতে যে মুক্তি রয়েছে, তার মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহে বিনামূল্যে ধার্মিক বলে গণ্য হয়েছে।” (রোমীয় ৩:২৩-২৪) “কারণ অনুগ্রহেই তোমরা বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছ, এবং তা তোমাদের নিজেদের থেকে নয়; এটা ঈশ্বরের দান, কর্মের দ্বারা নয়, পাছে কেউ গর্ব করে।” (ইফিষীয় ২:৮-৯)
- কুরআন: □□□□□; কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। আর মানুষের জন্য তাই ছাড়া আর কিছুই নেই, যার জন্য সে চেষ্টা করে।□□□□□; (সূরা ৫৩:৩৮-৩৯) □□□□□; আল্লাহ কোনো আত্মাকে তার সামর্থ্যের বাইরে কোনো ভার দেন না। সে যা [ভালো] অর্জন করেছে তার [পরিণতি] পাবে এবং যা [মন্দ] সঞ্চয় করেছে তার [পরিণতি] বহন করবে।□□□□□; (সূরা ২:২৮৬)
- বৈপরীত্য: নিউ টেস্টামেন্ট পরিত্রাণকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপের জন্য যিশুর আত্মত্যাগের সাথে যুক্ত করে, অপরপক্ষে কুরআন প্রতিনিধির প্রায়শ্চিত্ত ছাড়াই ব্যক্তিগত দায়িত্বের উপর জোর দেয়।

## পূর্ববর্তী নবীগণ ও ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা

- নতুন নিয়ম (বাইবেল): “ঈশ্বর, যিনি অতীতে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উপায়ে ভাববাদীদের দ্বারা পূর্বপুরুষদের কাছে কথা বলেছিলেন, তিনি এই শেষ দিনগুলিতে তাঁর পুত্রের দ্বারা আমাদের কাছে কথা বলেছেন।” (ইব্রীয় ১:১-২)
- কুরআন: □□□□□; আর আমি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মারইয়াম-পুত্র ঈসা প্রেরণ করেছি, যিনি তাঁর পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়ন করেছেন এবং আমি তাঁকে ইঞ্জিল দান করেছি... সুতরাং ইঞ্জিলধারীরা যেন আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে বিচার করে।□□□□□; (সূরা ৫:৪৬-৪৭) □□□□□; মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।□□□□□; (সূরা ৩৩:৪০) তাদের সম্পর্কে সতর্ক করে যারা □□□□□; নজিদের হাতে ধর্মগ্রন্থ রচনা করে, তারপর বলে, □#39;এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, □#39;□□□□□; যা পূর্ববর্তী গ্রন্থের বিকৃতির ইঙ্গিত দেয়। (সূরা ২:৭৯)
- বৈপরীত্য: নিউ টেস্টামেন্ট যিশুকে কোনো উত্তরাধিকারীবিহীন সর্বশেষ প্রত্যাদেশ হিসেবে উপস্থাপন করে, অপরদিকে কুরআন মুহাম্মদকে সর্বশেষ নবী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং ইঙ্গিত দেয় যে বাইবেল (নিউ টেস্টামেন্টের গসপেলসহ) বিকৃত হয়েছে, যা কুরআনের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছে।

এই বৈপরীত্যগুলো সরাসরি গ্রন্থগুলোর অভিন্ন ব্যক্তিত্ব (যেমন যিশু) এবং মতবাদ বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন দাবি থেকে উদ্ভূত। নিউ টেস্টামেন্ট যিশুকে ঐশ্বরিক ত্রাণকর্তা হিসেবে কেন্দ্র করে রচিত, অপরদিকে কুরআন অবতার বা ত্রিভঙ্গবাদ ছাড়া একেশ্বরবাদকে সমর্থন করে এবং খ্রিস্টীয় বিশ্বাসগুলোকে বিচ্যুতি হিসেবে দেখে।

## ২. কুরআনের অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি

এগুলো হলো এমন কিছু বিষয়, যেখানে শুধুমাত্র আয়াতের পাঠের উপর ভিত্তি করে ধর্মতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক বা মহাজাগতিক বিষয়ে আয়াতগুলোর মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। ইসলামী পণ্ডিতগণ প্রায়শই রহিতকরণ (নাসখ), প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা বা ভাষাগত

সূক্ষ্মতার মতো ধারণার মাধ্যমে এগুলোর সমাধান করেন।

## সৃষ্টির সময়রেখা: আকাশ ও পৃথিবীর জন্য দিনের সংখ্যা

- তোমাদের প্রতিপালক হলেন আল্লাহ, যিনি আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ৭:৫৪)
- বলুন: তোমরা কি তাঁকেই অস্বীকার করো, যিনি দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন?... তিনি পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন... চার দিনে... অতঃপর দুই দিনে সেগুলোকে সাতটি আকাশমণ্ডল হিসেবে পূর্ণতা দান করেছেন। (সূরা ৪১:৯-১২)
- অসঙ্গতি: কিছু আয়াতে মোট সৃষ্টিকাল ছয় দিন বলা হয়েছে, কিন্তু অন্য আয়াতে এর বিস্তারিত ক্রম যোগ করলে আট দিন হয়।

## সৃষ্টির ক্রম: প্রথমে পৃথিবী নাকি স্বর্গ?

- তোমাদের সৃষ্টি করা কি অধিক কঠিন, নাকি আকাশই তাঁর গড়া? তিনি তার উচ্চতা বৃদ্ধি করেছেন এবং তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন... আর তারপর তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন। (সূরা ৭৯:২৭-৩০)
- তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেছেন এবং সেগুলোকে সাতটি আকাশমণ্ডলে পরিণত করেছেন। (সূরা ২:২৯)
- আসমানের দিকে মোড় নেওয়ার আগে পৃথিবীর সৃষ্টি দিয়ে শুরু হয়। (সূরা ৪১:৯-১২)
- অসঙ্গতি: কিছু আয়াতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে প্রথমে আকাশমণ্ডল এবং পরে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছিল, আবার অন্য কিছু আয়াতে আকাশমণ্ডলের আগে পৃথিবীর গঠনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

## প্রথম মুসলিম কে ছিলেন?

- বলুন: নিশ্চয়ই আমাকে সর্বপ্রথম আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারীদের (মুসলিম হিসেবে) হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। (সূরা ৬:১৪)
- আর ইসলামে আল্লাহর কাছে সিজদা করার ক্ষেত্রে আমাকেই সর্বপ্রথম হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। (সূরা ৩৯:১২)
- ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর পুত্রদেরকে বলেন, “আল্লাহ তোমাদের জন্য ধর্ম মনোনীত করেছেন; সুতরাং তোমরা ইসলাম ধর্ম নিয়েই মৃত্যুবরণ করো।” (সূরা ২:১৩২)
- আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে মুসাকে সর্বপ্রথম বিশ্বাসী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। (সূরা ৭:১৪৩)
- অসঙ্গতি: মুহাম্মদকে □□□□□; প্রথম □□□□□; মুসলিম হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ইব্রাহিম এবং মুসার মতো পূর্ববর্তী নবীদেরও মুসলিম বা প্রথম বিশ্বাসী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

## ধর্মে বাধ্যবাধকতা

- ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই: সত্য মিথ্যা থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা। (সূরা ২:২৫৬)
- □□□□□; যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করো... যতক্ষণ না তারা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের সাথে জিযিয়া প্রদান করে এবং নিজেদেরকে বশীভূত মনে করে। □□□□□; (সূরা ৯:২৯)
- আর তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনো বিশৃঙ্খলা বা জুলুম অবশিষ্ট থাকে এবং সর্বত্র ও সার্বিকভাবে ন্যায়বিচার ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়। (সূরা ৮:৩৯)
- অসামঞ্জস্যতা: একটি আয়াতে ধর্ম চাপিয়ে দেওয়াকে নিষেধ করা হয়েছে, অথচ অন্য আয়াতে অবিশ্বাসীদের আত্মসমর্পণ বা কর প্রদান না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

## মন্দ ও পথভ্রষ্টতার উৎস

- তাদের উপর কোনো কল্যাণ আপতিত হলে তারা বলে, 'এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে'; আর যদি কোনো অমঙ্গল ঘটে, তবে তারা বলে, 'এটা তোমার পক্ষ থেকে' (হে নবী)। বলুন: 'সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে।' (সূরা ৪:৭৮)
- হে মানুষ, তোমার প্রতি যা কিছু ভালো ঘটে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে; আর যা কিছু মন্দ ঘটে, তা তোমার নিজের আত্মার পক্ষ থেকে। (সূরা ৪:৭৯)
- □□□□; তাঁর সৃষ্ট বস্তুর অনিষ্ট থেকে□□□□□; আশ্রয় প্রার্থনা করে, যা থেকে বোঝা যায় যে আল্লাহই অনিষ্ট সৃষ্টি করেন। (সূরা ১১৩:১-২)
- অসামঞ্জস্যতা: কোনো কোনো প্রসঙ্গে মন্দকে আল্লাহর ওপর আরোপ করা হয়, আবার অন্যত্র তা কেবল মানুষের কর্ম বা আত্মার ওপর চাপানো হয়।

## বিচার দিবসে সুপারিশ

- অতঃপর তোমরা সেই দিনের ব্যাপারে সতর্ক থাকো, যেদিন একজনের জীবন আরেকজনের কোনো উপকারে আসবে না এবং তার জন্য কোনো সুপারিশও কবুল হবে না। (সূরা ২:৪৮)
- অতঃপর তোমরা সেই দিনের ব্যাপারে সতর্ক থাকো, যেদিন একজন আরেকজনের কোনো উপকারে আসবে না, তার কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিকও গ্রহণ করা হবে না এবং তার সুপারিশও কোনো কাজে আসবে না। (সূরা ২:১২৩)
- সেই দিন কোনো সুপারিশই ফলপ্রসূ হবে না, তবে পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্তদের জন্য। (সূরা ২০:১০৯)
- অসঙ্গতি: কিছু আয়াতে সুপারিশকে সরাসরি অস্বীকার করা হয়েছে, আবার অন্য আয়াতে আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

## পাপের বোঝা বহন করা

- কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করতে পারে না। (সূরা ৬:১৬৪)
- কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। (সূরা ১৭:১৫)
- বিচার দিবসে তারা যেন তাদের নিজেদের বোঝা সম্পূর্ণরূপে বহন করে এবং সেই সাথে তাদেরও বোঝা থেকে কিছু অংশ বহন করে, যাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করেছিল। (সূরা ১৬:২৫)
- অসামঞ্জস্যতা: কেউ অন্যের পাপের ভার বহন করতে পারে না, অথচ পথভ্রষ্ট নেতারা তাদের দ্বারা প্রতারণিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে অতিরিক্ত বোঝা বহন করবে।

## মদ: পৃথিবীতে নিষিদ্ধ কিন্তু স্বর্গে

- হে বিশ্বাসীগণ! মাদকদ্রব্য ও জুয়া... শয়তানের কাজ, যা অত্যন্ত ঘৃণ্য। তোমরা এ সকল পরিহার করো। (সূরা ৫:৯০)
- তাতে [জান্নাতে] রয়েছে পানির নদী... দুধের নদী... মদের নদী, যা পানকারীদের জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক। (সূরা ৪৭:১৫)
- স্বর্গীয় মদকে বিশুদ্ধ ও নেশাহীন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। (সূরা ৭৬:২১)
- অসঙ্গতি: পৃথিবীতে মদকে মন্দ বলে নিন্দা করা হয়েছে, কিন্তু স্বর্গে একে পুরস্কার হিসেবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

## বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের সংখ্যা

- আল্লাহ বদরে তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন... আমি তোমাদেরকে হাজার হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করব, সারির পর সারি। (সূরা ৩:১২৪)
- হ্যাঁ, যদি তোমরা দৃঢ় থাকো... তোমাদের রব পাঁচ হাজার ফেরেশতার এক ভয়ংকর আক্রমণের মাধ্যমে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। (সূরা ৩:১২৫)
- অসঙ্গতি: নিকটবর্তী আয়াতগুলোতে স্বর্গীয় সাহায্যকারীর সংখ্যা ১,০০০, ৩,০০০ বা ৫,০০০-এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়।

## মৃত্যুকালে আত্মা কে গ্রহণ করে?

- মৃত্যুকালে আল্লাহই মানুষের আত্মা গ্রহণ করেন। (সূরা ৩৯:৪২)
- তোমাদের দায়িত্বে নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণসমূহ গ্রহণ করবেন। (সূরা ৩২:১১)
- কিন্তু মৃত্যুর সময় যখন ফেরেশতারা তাদের প্রাণ তুলে নেবে, তখন তাদের কী হবে? (সূরা ৪৭:২৭)
- অসঙ্গতি: আত্মা হরণের ঘটনাটি সরাসরি আল্লাহ, একজন ফেরেশতা, বা একাধিক ফেরেশতার সাথে সম্পর্কিত করা হয়।

এই উদাহরণগুলো এমন কিছু ক্ষেত্রকে তুলে ধরে যেখানে কুরআনের আয়াত আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী বলে মনে হয়। তবে, ইসলামী ব্যাখ্যা (তাফসির) এই বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং কুরআনকে ২৩ বছর ধরে অবতীর্ণ একটি সুসংহত সত্তা হিসেবে দেখে।

## ৩. সামগ্রিক সমালোচনা: ধর্মতাত্ত্বিক ও যৌক্তিক তাৎপর্য

কুরআন সপ্তম শতাব্দীর একটি গ্রন্থ হিসেবে আবির্ভূত হয়, যা ইহুদি-খ্রিস্টীয় উপাদানগুলোকে একটি নতুন একেশ্বরবাদী কাঠামোর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য পুনর্ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তা করতে গিয়ে এটি নিউ টেস্টামেন্টের সাথে অমীমাংসিত সংঘাত তৈরি করে। ধর্মতাত্ত্বিকভাবে, যিশুর দেবত্ব ও প্রায়শ্চিত্তকে ইসলামের প্রত্যাখ্যান খ্রিস্টীয় সুসমাচারের মূল ভিত্তি— অর্থাৎ খ্রিষ্টের বলিদানের মাধ্যমে অনুগ্রহে প্রাপ্ত পরিত্রাণকে—ক্ষুণ্ণ করে। যৌক্তিকভাবে, যদি কুরআন বাইবেলের মূল সত্যকে (সূরা ৫:৪৬-৪৭) স্বীকার করে, অথচ কোনো প্রমাণ ছাড়াই এর বিকৃতির দাবি করে, তবে তা সংশয়কে আমন্ত্রণ জানায়। অভ্যন্তরীণ অসঙ্গতিগুলো আরও মানবিক প্রভাবের ইঙ্গিত দেয়, যা বাইবেলের অপরিবর্তনীয় সত্যের উপর জোর দেওয়ার বিপরীত: □□□□□; যিশু খ্রিষ্ট গতকাল, আজ এবং চিরকাল একই। □□□□□; (হিব্রু ১৩:৮)

এই সমালোচনা মুহাম্মদকে সম্ভাব্য একজন ভণ্ড নবী হিসেবে চিহ্নিত করে, যেমনটি বাইবেলে সতর্ক করা হয়েছে: □□□□□; কিন্তু আমরা বা স্বর্গ থেকে কোনো দূতও যদি তোমাদের কাছে প্রচারিত সুসমাচার ছাড়া অন্য কোনো সুসমাচার প্রচার করে, তবে তারা ঈশ্বরের অভিশাপের অধীন হোক! □□□□□; (গালাতীয় ১:৮)

## ৪. অনুমানমূলক: বাইবেলের বাণীর উপর ভিত্তি করে যিশু মুসলিমদের কী বলতে পারতেন

□□□□□; আব্রাহামের জন্মের পূর্বেই আমি ছিলাম! □□□□□; (যোহন ৮:৫৮) □□□□□; আমি ও পিতা এক। □□□□□; (যোহন ১০:৩০) □□□□□; যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেই দেখেছে। তোমরা কীভাবে বলতে পারো, ‘আমাদের পিতাকে দেখান’? □□□□□; (যোহন ১৪:৯) □□□□□; ভণ্ড ভাববাদীদের থেকে সাবধান থেকো। তারা মেসের বেশে তোমাদের কাছে আসে, কিন্তু অন্তরে তারা হিংস্র নেকড়ে। তাদের ফল দেখে তোমরা তাদের চিনতে পারবে। □□□□□; (মথি ৭:১৫-১৬) □□□□□; কারণ অনেক ভণ্ড ভাববাদী আবির্ভূত হবে এবং অনেক লোককে প্রতারিত করবে। □□□□□; (মথি ২৪:১১) □□□□□; কারণ ভণ্ড মসিহ ও ভণ্ড ভাববাদীরা আবির্ভূত হবে এবং বড় বড় চিহ্ন ও অলৌকিক কাজ করবে, যাতে সম্ভব হলে, মনোনিীতদেরও প্রতারিত করতে পারে। □□□□□; (মথি ২৪:২৪) □□□□□; ধিক্ তোমাদের, যখন সবাই তোমাদের প্রশংসা করে, কারণ তাদের পূর্বপুরুষেরা ভণ্ড ভাববাদীদের সাথে এমনই আচরণ করত। □□□□□; (লুক ৬:২৬) “আমিই পথ, সত্য ও জীবন। আমার মধ্য দিয়ে ছাড়া কেউ পিতার কাছে আসতে পারে না।” (যোহন ১৪:৬) “আমিই দ্বার; যে আমার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে, সে পরিত্রাণ পাবে।” (যোহন ১০:৯) “আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে আমার বাক্য শোনে এবং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পায় এবং তার বিচার হবে না, বরং সে মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে।” (যোহন ৫:২৪) “কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন ভালোবাসলেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, বরং অনন্ত জীবন পায়। কারণ ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে জগৎকে দোষী সাব্যস্ত করতে পাঠাননি, বরং তাঁর মাধ্যমে জগৎকে পরিত্রাণ দিতে পাঠিয়েছেন। যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, সে দোষী সাব্যস্ত হয় না, কিন্তু যে বিশ্বাস করে না, সে ইতিমধ্যেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, কারণ তারা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের নামে বিশ্বাস করেনি।” (যোহন ৩:১৬-১৮) “হে পরিত্রাণ ও ভারাক্রান্ত সকল লোক, আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিগ্রাম দেব।” (মথি ১১:২৮)

## ৫. অনুমানমূলক: বাইবেলের বাণীর উপর ভিত্তি করে প্রেরিতগণ মুসলিমদেরকে কী বলতে পারতেন

প্রেরিতগণ—পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের প্রত্যক্ষদর্শী এবং মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা—বারবার এমন যেকোনো বার্তার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন যা যীশুর দেবত্বকে খর্ব করে, অনুগ্রহের সুসমাচারকে বিকৃত করে, অথবা এমন কোনো “নতুন” প্রত্যাশা নিয়ে আসে যা তাঁর কাছ থেকে সরাসরি প্রাপ্ত তথ্যের বিরোধী। নতুন নিয়মের দৃষ্টিকোণ থেকে, কুরআনে ক্রুশবিদ্ধকরণ, ত্রিভুবাদ এবং একমাত্র খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণকে অস্বীকার করাকে তারা “আরেকটি সুসমাচার” এবং পুত্রের অস্বীকৃতি হিসেবে কঠোরতম তিরস্কার করতেন।

পৌল (অ-ইহুদিদের প্রেরিত):

- আমি বিস্মিত যে, যিনি খ্রীষ্টের অনুগ্রহে তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা এত তাড়াতাড়ি তাঁকে ত্যাগ করছ এবং এক ভিন্ন সুসমাচারের দিকে ফিরছ—যা আসলে কোনো সুসমাচারই নয়। স্পষ্টতই কিছু লোক তোমাদের বিভ্রান্তিতে ফেলছে এবং খ্রীষ্টের সুসমাচারকে বিকৃত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমরা বা স্বর্গ থেকে কোনো দূতও যদি তোমাদের কাছে প্রচার করা সুসমাচার ছাড়া অন্য কোনো সুসমাচার প্রচার করে, তবে সে অনন্তকালের জন্য দণ্ডিত হোক! (গালাতীয় ১:৬-৮)
- আমরা যেমন আগে বলেছি, এখন আবার বলছি: তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তা ছাড়া যদি কেউ তোমাদের কাছে অন্য কোনো সুসমাচার প্রচার করে, তবে সে অনন্তকালের জন্য দণ্ডিত হোক! (গালাতীয় ১:৯)
- “হে নির্বোধ গালাতীয়েরা! কে তোমাদের সম্মোহিত করেছে? তোমাদের চোখের সামনেই যিশু খ্রিষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ রূপে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছিল। আমি তোমাদের কাছ থেকে শুধু একটি বিষয় জানতে চাই: তোমরা কি বিধি-ব্যবস্থা পালন করে পবিত্র আত্মা লাভ করেছ, না যা শুনেছ তা বিশ্বাস করেছ?” (গালাতীয় ৩:১-২)
- কিন্তু আমরা বা স্বর্গ থেকে কোনো দূতও যদি তোমাদের কাছে প্রচার করা সুসমাচার ছাড়া অন্য কোনো সুসমাচার প্রচার করে, তবে তারা ঈশ্বরের অভিশাপের অধীন হোক! (গালাতীয় ১:৮—গুরুত্ব বোঝানোর জন্য পুনরাবৃত্তি, কারণ পৌল নিজেও এটি পুনরাবৃত্তি করেছেন)
- মিথ্যাবাদী কে? সে-ই, যে যীশুকে খ্রীষ্ট বলে অস্বীকার করে। এমন ব্যক্তিই খ্রীষ্টারি—যে পিতা ও পুত্র উভয়কেই অস্বীকার করে। যে পুত্রকে অস্বীকার করে, তার পিতা নেই; কিন্তু যে পুত্রকে স্বীকার করে, তার পিতাও আছেন। (১ যোহন ২:২২-২৩, পৌলের ধর্মতত্ত্বের প্রতিধ্বনি)

পিতর (সেই শিলা যার উপর খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলী নির্মাণ করেছেন):

- কিন্তু লোকদের মধ্যে ভণ্ড ভাববাদীরাও ছিল, যেমন তোমাদের মধ্যেও ভণ্ড শিক্ষকেরা থাকবে। তারা গোপনে ধ্বংসাত্মক ধর্মদ্রোহিতা প্রবেশ করাবে, এমনকি সেই সার্বভৌম প্রভুকেও অস্বীকার করবে যিনি তাদের কিনেছেন—এবং এর মাধ্যমে নিজেদের উপর দ্রুত ধ্বংস ডেকে আনবে। (২ পিতর ২:১)
- অনেকে তাদের ভ্রষ্ট আচরণের অনুসরণ করবে এবং সত্যের পথকে কলঙ্কিত করবে... এই লোকেরা জলহীন ঝর্ণা এবং ঝড়ে চালিত কুয়াশার মতো। ঘোর অন্ধকার তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। (২ পিতর ২:২, ১৭)

যোহন (প্রিয় শিষ্য):

- প্রিয় বন্ধুরা, প্রত্যেক আত্মাকে বিশ্বাস করো না, কিন্তু আত্মাগুলোকে পরীক্ষা করে দেখো, তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে কি না; কারণ অনেক ভণ্ড ভাববাদী জগতে বেিরিয়ে পড়েছে। তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে এইভাবে চিনতে পারবে: যে আত্মা স্বীকার করে যে যিশু খ্রিষ্ট দেহ ধারণ করে এসেছেন, সে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে; কিন্তু যে আত্মা যীশুকে স্বীকার করে না, সে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসেনি। এই হলো খ্রিষ্টারির আত্মা... (১ যোহন ৪:১-৩)
- মিথ্যাবাদী কে? সে-ই, যে যীশুকে খ্রীষ্ট বলে অস্বীকার করে... যে পুত্রকে অস্বীকার করে, তার পিতা নেই...” (১ যোহন ২:২২-২৩)
- আমরা মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করি, কিন্তু ঈশ্বরের সাক্ষ্য তার চেয়েও মহান... যে কেউ ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস করে, সে এই সাক্ষ্য গ্রহণ করে। আর যে বিশ্বাস করে না, সে ঈশ্বরকে মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণ করেছে, কারণ ঈশ্বর তাঁর পুত্র সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তারা তা বিশ্বাস করেনি। (১ যোহন ৫:৯-১০)

যিহূদা (যাকোবের ভাই):

- আমি তোমাদের কাছে লিখতে ও অনুরোধ করতে বাধ্য হয়েছি, যেন তোমরা সেই বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম করো যা একবারেই ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের হাতে অর্পিত হয়েছিল। কারণ কিছু লোক, যাদের দণ্ডাজ্ঞা অনেক আগেই লেখা হয়েছিল, তারা গোপনে তোমাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তারা অধার্মিক লোক, যারা আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহকে

ব্যভিচারের লাইসেন্সে পরিণত করে এবং আমাদের একমাত্র সার্বভৌম ও প্রভু যিশু খ্রিষ্টকে অস্বীকার করে। (যিহুদা ৩-৪)

প্রেরিতগণ কুরআনের এই দাবিকে—যেখানে বলা হয়েছে একজন ফেরেশতা (জিব্রাইল) একটি “চূড়ান্ত” ওহী প্রদান করেছেন যা তাদের প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের পরিপন্থী—ঠিক সেই পরিস্থিতি হিসেবেই দেখতেন, যার বিরুদ্ধে তারা সতর্ক করেছিলেন; বিশেষ করে পৌলের “স্বর্গ থেকে আগত একজন ফেরেশতা” কর্তৃক অন্য এক সুসমাচার প্রচারের সুস্পষ্ট উল্লেখকে।

## ৬. অনুমানমূলক: বাইবেলের বাণীর উপর ভিত্তি করে পুরাতন নিয়মের নবীগণ মুসলিমদেরকে কী বলতে পারতেন

পুরাতন নিয়মের নবীগণ মুহাম্মদের বহু শতাব্দী পূর্বে কথা বলেছিলেন, তবুও তাদের বাণী ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের চিরন্তন প্রকৃতি, এক ঐশ্বরিক মসীহের আগমন, তাওরাতের চুক্তির চূড়ান্ততা এবং সেইসব ভণ্ড নবীদের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী প্রতিষ্ঠা করে, যারা ঈশ্বরের নামে কথা বলে কিন্তু তাঁর পূর্বের বাণীর বিরোধিতা করে। বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে, হিব্রু ধর্মগ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণী করা ঐশ্বরিক পুত্রকে অস্বীকার করে নিজেদের “নবীগণের সীলমোহর” বলে দাবি করাকে চূড়ান্ত মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে দেখা হবে।

মুসা (সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, যাঁর মাধ্যমে তোরাহ এসেছে):

- “যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ভাববাদী বা স্বপ্নদ্রষ্টা আবির্ভূত হয়ে কোনো চিহ্ন বা অলৌকিক ঘটনার কথা ঘোষণা করে, এবং সেই কথিত চিহ্ন বা অলৌকিক ঘটনা ঘটে যায়, আর ভাববাদী বলে, ‘এসো, আমরা অন্য দেবতাদের (যাদের তোমরা জানো না) অনুসরণ করি এবং তাদের উপাসনা করি,’ তবে তোমরা সেই ভাববাদীর কথায় কান দেবে না... সেই ভাববাদীকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে... তোমাদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের পরীক্ষা করছেন, এটা জানার জন্য যে, তোমরা তাঁকে তোমাদের সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালোবাসো কি না।” (দ্বিতীয় বিবরণ ১৩:১-৩,৫)
- কিন্তু যে ভাববাদী আমার নামে এমন কিছু বলার ধৃষ্টতা দেখায় যা আমি আজ্ঞা দিইনি, অথবা যে ভাববাদী অন্য দেবতাদের নামে কথা বলে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:২০)
- সদাপ্রভু আমাকে বললেন: ‘...আমি তাদের জন্য তাদেরই ইস্রায়েলীয় ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মতো একজন ভাববাদী উৎপন্ন করব এবং তার মুখে আমার বাক্য দেব... যদি কেউ সেই ভাববাদীর আমার নামে বলা কথা না শোনে, তবে আমি নিজেই তার হিসাব নেব।’” (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৭-১৯—যা খ্রীষ্টের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে, কোনো সপ্তম শতাব্দীর আরবীয় ভাববাদীর মাধ্যমে নয়)

যিশাইয় (মসিহীয় নবী):

- কারণ আমাদের জন্যই এক শিশুর জন্ম হয়েছে, আমাদের জন্যই এক পুত্রকে দেওয়া হয়েছে... এবং তাঁর নাম হবে বিস্ময়কর পরামর্শদাতা, পরাক্রমশালী ঈশ্বর, চিরস্থায়ী পিতা, শান্তির রাজকুমার। (যিশাইয় ৯:৬—যা কুরআন ৪:১৭১-এ ঈশ্বরের পুত্র থাকার বিষয়টি অস্বীকার করার দ্বারা সরাসরি খণ্ডন করা হয়েছে)
- “এই যে আমার দাস, যাকে আমি সমর্থন করি... আমি তার উপর আমার আত্মা স্থাপন করব... দ্বীপপুঞ্জ তার শিক্ষায় তাদের আশা রাখবে... পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত সে বিচলিত হবে না বা নিরুৎসাহিত হবে না।” (যিশাইয় ৪২:১-৪—মিথি ১২:১৮-২১-এ যিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, মুহাম্মদের ক্ষেত্রে নয়)
- “কে আমাদের বার্তায় বিশ্বাস করেছে?... আমাদের অপরাধের জন্য তাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছিল, আমাদের পাপের জন্য তাঁকে চূর্ণ করা হয়েছিল... সদাপ্রভু আমাদের সকলের পাপ তাঁর উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।” (যিশাইয় ৫৩:১-৬—ক্রুশবিদ্ধ দুঃখভোগী সেই সেবকের বর্ণনা, যাকে কুরআন ৪:১৫৭-এ অস্বীকার করা হয়েছে)

যিরমিয়:

- “নবীগণ আমার নামে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করে। আমি তাদের পাঠাইনি... তারা তোমাদের কাছে মিথ্যা দর্শন, দৈববাণী, প্রতিমাপূজা এবং তাদের নিজেদের মনের ভ্রান্তির কথা বলছে।” (যিরমিয় ১৪:১৪)
- ভাববাদীরা তোমাদের কাছে যা ভবিষ্যদ্বাণী করে, তা শুনো না; তারা তোমাদের মিথ্যা আশায় পূর্ণ করে। তারা নিজেদের মনগড়া দর্শন বলে, সদাপ্রভুর মুখ থেকে নয়। (যিরমিয় ২৩:১৬)

মালাখি (পুরাতন নিয়মের সর্বশেষ ভাববাদী):

- দেখো, সদাপ্রভুর সেই মহাদিন আসার পূর্বে আমি ভাববাদী এলিয়কে তোমাদের কাছে পাঠাব... নইলে আমি এসে এই দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেব। (মালাখি ৪:৫-৬—মিথি ১১:১৪ পদে যীশুর কথামতো বাপ্তিস্মদাতা যোহানের মাধ্যমে এটি পূর্ণ হয়, যা পুরাতন নিয়মের ভাববাণীর ধারাকে সমাপ্ত করে)

দাউদ (ভবিষ্যদ্বাণীকারী রাজা ও গীতরচয়িতা):

- তাঁর পুত্রকে চুম্বন কর, নইলে তিনি ক্রুদ্ধ হবেন এবং তোমাদের পথ তোমাদের বিনাশের দিকে নিয়ে যাবে... ধন্য তারা, যারা তাঁর শরণ নেয়। (গীতসংহিতা ২:১২)
- সদাপ্রভু আমার প্রভুকে বলেন: 'আমার ডান পাশে বসো, যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের পাদপীঠ করি।' (গীতসংহিতা ১১০:১—মথি ২২:৪১-৪৬ পদে যিশু তাঁর দেবত্বের প্রমাণ হিসেবে এটি উদ্ধৃত করেছেন)

পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা পরবর্তীকালের এমন যেকোনো নবুয়তের দাবিকে—যা তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী করা ঐশ্বরিক পুত্রকে অস্বীকার করে, প্রমাণ ছাড়া তোরাহকে বিকৃত বলে পুনর্ব্যাখ্যা করে, অথবা নতুন আইন যোগ করে—সেই প্রতারণা হিসেবেই দেখতেন, যার নিন্দা মোশি ও যিরমিয় করেছিলেন—অর্থাৎ “আদেশিত নয় এমন কথা বলা” এবং মানুষকে ঈশ্বরের সেই চিরস্থায়ী চুক্তি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, যা তিনি শপথ করে বলেছিলেন কখনো পরিবর্তন হবে না (গীতসংহিতা ৮৯:৩৪; ১০৫:৮-১০)।

এই পরিমার্জিত দলিলটি এখন পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের থেকে শুরু করে যিশু ও তাঁর প্রেরিতগণ পর্যন্ত বাইবেলের এক পূর্ণাঙ্গ সমবেত কণ্ঠস্বর উপস্থাপন করে, যা এমন যেকোনো প্রত্যাদেশের বিরুদ্ধে এক সুদৃঢ় ঐক্যবদ্ধ, যা অনন্ত পুত্রকে ছোট করে এবং অনুগ্রহের পরিবর্তে কর্মকে স্থান দেয়। “যিশু খ্রীষ্ট গতকাল, আজ এবং চিরকাল একই। তোমরা সব রকম অন্ধুত শিক্ষায় ভ্রান্ত হয়ো না।” (ইব্রীয় ১৩:৮-৯)